দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 0 8 NOV 2008
পৃষ্ঠা ৭

মসজিদভিত্তিক শিশু-শিক্ষা প্রকল্প

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে নানাবিধ ষড়যন্ত্র ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। একদিকে প্রাথমিক শিক্ষাকে এক শ্রেণীর এনজিও'র হাতে ছেড়ে দেয়ার অপতৎপরতা, অন্যদিকে প্রায় দেড় দশক ধরে সফলতার সাথে চলমান মসজিদভিত্তিক শিশু-শিক্ষা প্রকল্প বন্ধের আবদার- সেই ষড়যন্ত্রেরই দু'টি দিক। মসজিদভিত্তিক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রকল্পটি শুরু থেকেই বিশেষতঃ দেশের গ্রামীণ শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার হার কমাতে বিশেষভাবে সহায়ক হচ্ছে বলেই নব্বই সাল পরবর্তী সকল রাজনৈতিক সরকারই এর জন্য বাজেট সংস্থান ও সম্প্রসারণে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। প্রকল্পটি ১৯৯২ সালে বিএনপি সরকারের আমলে শুরু হলেও ১৯৯৬ পরবর্তী আওয়ামী লীগ সরকার এই প্রকল্পের সম্প্রসারণে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে বলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন সূত্রে জানা যায়। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এই প্রকল্পের তিনটি পর্যায় শেষ করে বর্তমানে এর ৪র্থ পর্যায়ের কার্যক্রম চলছে। পনের বছরে প্রায় ২৫ লাখ শিশু এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। দেশের মসজিদগুলোর অবকাঠামো এবং মসজিদের ইমামদের কাজে লাগিয়ে প্রকল্পটির এই সাফল্যজনক অগ্রযাত্রা নিঃসন্দেহে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা এবং গ্রামীণ ও পিছিয়ে পড়া সমাজের শিশুদের বিদ্যালয়ে গমনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে সহায়ক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

গতকাল একাধিক দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, ঢাকার কতিপয় বুদ্ধিজীবী মসজিদভিত্তিক শিশু-শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ করতে প্রধান উপদেষ্টার কাছে লিখিত আবেদন করেছেন। তাদের আবেদনে এই প্রকল্প মৌলবাদ এবং ধর্মীয় বৈষম্য সৃষ্টি করবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একই রকমের দু'টি প্রকল্প চালু রয়েছে, এর একটি হচ্ছে মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম এবং অন্যটি মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম। প্রকল্পের বিরোধিতাকারীরা শুধুমাত্র মসজিদভিত্তিক প্রকল্পের বিরোধিতা করেছেন। বিরোধিতাকারীদের কেউ কেউ ইসলাম বিদ্বেষের জন্য দেশের সাধারণ মানুষের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত এবং কতিপয় এনজিও'র সাথে সম্পৃক্ত বলেও চিহ্নিত। মসজিদভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা বন্ধে হঠাৎ করে তাদের এই ভূমিকা দেশের প্রাথমিক শিক্ষার এনজিওকরণ এবং বিদেশী প্রেসক্রিপশনে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনার আশঙ্কাকেই আরো বাড়িয়ে তুলেছে, যা দেশের সচেতন জনগণ কিছুতেই মেনে নেবে না। বিদেশী মদদ ও অর্থায়নপুষ্ট এনজিও'র সাথে সম্পৃক্ত এবং ইসলাম বৈরী ব্যক্তিদের দ্বারা মসজিদভিত্তিক শিশু-শিক্ষা কার্যক্রমের বিরোধিতা এবং বন্ধ করে দেয়ার আবদার একই সাথে দেশের শিক্ষার ও ধর্মীয় মূল্যবোধের বিরোধিতা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চাহিদা, প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী এবং গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ বলে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারের ব্যর্থতা এখন সুস্পষ্ট। এখনো দেশে স্কুলগামী শিক্ষার্থীর তুলনায় বিদ্যালয় এবং অবকাঠামো নিতান্ত অপ্রতুল। প্রাথমিক শিক্ষার মান অনেকাংশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। দেশে এখনো সরকারীভাবে দরিদ্র মানুষদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়নি। আমাদের সীমিত অর্থনৈতিক সামর্থ্যের কারণে এই মুহূর্তে অতিরিক্ত হাজার হাজার প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা সম্ভবও নয়। যেখানে দেশের সব গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ই প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সেখানে প্রতি গ্রামে ও মহল্লায় সামাজিকভাবে গড়েউঠা মসজিদ ও মন্দিরগুলোকে প্রাক-প্রাথমিক শিশু-শিক্ষা কার্যক্রমে কাজে লাগানোর সরকারী উদ্যোগ সকল বিচারেই সফল, প্রশংসনীয় এবং যথার্থ হয়েছে। চার-পাঁচ বছরের শিশুরা এই প্রকল্পের আওতায় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজী ও গণিতের প্রাথমিক জ্ঞান লাভের সুযোগ পাওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই এসব শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। শিশুর বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে ধর্মীয় নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের সংমিশ্রণ অবশ্যই শিক্ষার নৈতিক মানোন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। শিক্ষার মানোন্নয়নে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ এখন সারা বিশ্বেই বিশেষ গুরুত্ব লাভ করছে। আজকের বিশ্বে সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও পারিবারিক বিশৃঙ্খলার পেছনে ধর্মীয় নীতি-নৈতিকতার অনুপস্থিতি এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়কেই দায়ী করা হচ্ছে। অনৈতিক ও বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির শিক্ষার বদলে ধর্মীয় ও জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যভিত্তিক শিক্ষার প্রসারে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্পটির প্রতি সরকারের বাড়তি মনোযোগ ও প্রকল্পটির আরো সম্প্রসারণ এবং সংশ্লিষ্ট মসজিদের ইমামদের উন্নততর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আশা করি। পরিশেষে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এনজিও তৎপরতা অথবা কোন গোষ্ঠীর বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রকল্পটি সম্পর্কে নেতিবাচক কোন সিদ্ধান্ত জনগণের কাছে কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না।